রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, অক্টোবর ১০, ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ আশ্বিন ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/০৬ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৩০৬-আইন/২০১৬।—স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) এর ধারা ৯৬ এর দফা (গ) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, ইউনিয়ন পরিষদ (চুক্তি) বিধিমালা, ২০১২ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথাঃ—

উপরি-উক্ত বিধিমালার বিধি ১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"**১। বিধিমালার নাম।**—এই বিধিমালা ইউনিয়ন পরিষদ (পরিষদের পক্ষে চুক্তি সম্পাদন) বিধিমালা, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।"।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুল মালেক
সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, আগস্ট ৬, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ শ্রাবণ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ/৩১ জুলাই ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২৭৪-আইন/২০১২।—স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১নং আইন) ধারা ৯৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **বিধিমালার নাম।**—এই বিধিমালা ইউনিয়ন পরিষদ (চুক্তি) বিধিমালা, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "আইন" অর্থ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন);

(খ) "ইউনিয়ন পরিষদ" অর্থ আইনের ধারা ২ (৬) এ সংজ্ঞায়িত ইউনিয়ন পরিষদ;

(গ) "চুক্তি" অর্থ এই বিধিমালার অধীন সম্পাদিত বা সম্পাদিতব্য কোন চুক্তি;

(ঘ) "চেয়ারম্যান" অর্থ আইনের ধারা ২(১৩) এ সংজ্ঞায়িত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান;

(ঙ) "ঠিকাদার" অর্থ পরিষদের যে কোন কাজ, মালামাল, উপকরণ বা সেবা সম্পন্ন বা সরবরাহের জন্য পরিষদের সহিত চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

(চ) "দরপত্র কমিটি" অর্থ বিধি ৪ এর অধীন গঠিত দরপত্র কমিটি;

(ছ) "পরিষদ" অর্থ আইনের ধারা ১০ এর অধীন গঠিত ইউনিয়ন পরিষদ;

(জ) "সদস্য" অর্থ আইনের ধারা ২(৪৪) এ সংজ্ঞায়িত ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর প্রযোজ্যতা।**—এই বিধিমালার অধীন কোন কার্য, পণ্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ প্রযোজ্য হইবে।

৪। **দরপত্র কমিটি এবং উহার কার্যাবলী।**—(১) দরপত্র আহ্বান ও মূল্যায়নের জন্য পরিষদ নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে একটি দরপত্র কমিটি গঠন করিবে, যথা ঃ—

(ক)	পরিষদ কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য	ঃ	আহ্বায়ক
(খ)	পরিষদ কর্তৃক মনোনীত একজন মহিলা সদস্য	ঃ	সদস্য
(গ)	সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত একজন প্রকৌশলী বা উপসহকারী প্রকৌশলী।	ঃ	সদস্য
(ঘ)	সংশ্লিষ্ট বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা (যদি থাকে)	ঃ	সদস্য
(ঙ)	সচিব (ইউপি)	ঃ	সদস্য-সচিব

(২) দরপত্র কমিটি নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করিবে, যথা ঃ—

(ক) এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের কাজ, মালামাল, উপকরণ বা সেবার ক্ষেত্রে একটি স্থানীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে এবং পরিষদ কার্যালয় ও উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে গণবিজ্ঞপ্তি লটকাইয়া প্রকাশ করিবে;

(খ) এক লক্ষ টাকার অধিক কিন্তু পাঁচ লক্ষ টাকার কম মূল্যমানের কাজ, মালামাল, উপকরণ বা সেবার ক্ষেত্রে কমপক্ষে একটি স্থানীয় সংবাদপত্র এবং একটি জাতীয় বাংলা দৈনিকে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে এবং পরিষদ কার্যালয় এবং উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে গণবিজ্ঞপ্তি লটকাইয়া প্রকাশ করিবে;

(গ) পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যমানের অধিক কোন কাজ, মালামাল, উপকরণ বা সেবার ক্ষেত্রে, সময় সময় সরকারের নির্দেশ সাপেক্ষে, অনুমোদিত প্রাক্কলন এবং দফা (খ) অনুযায়ী দরপত্র আহ্বান করিবে।

(৩) দরপত্র কমিটি সাধারণভাবে সর্বনিম্ন দর গ্রহণ করিবে এবং সর্বনিম্ন দর একাধিক হইলে এইরূপ দরদাতাগণের পূর্ব কাজের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বিবেচনা করিবে।

(৪) দরপত্র কমিটি ঠিকাদার নির্বাচনের সুপারিশ সংক্রান্ত প্রতিবেদন চেয়ারম্যানের নিকট দাখিল করিবে।

৫। **দরপত্র অনুমোদন**।—(১) দরপত্র কমিটির সুপারিশ পাওয়ার পর চেয়ারম্যান, বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের দরপত্র এককভাবে অনুমোদন করিতে পারিবেন এবং ইহার অধিক মূল্যমানের দরপত্র অনুমোদনের জন্য পরিষদের সভায় উপস্থাপন করিবেন।

(২) পরিষদ উহার সভায় উপস্থাপিত দরপত্র কমিটির সুপারিশ বিবেচনাপূর্বক অনুমোদন করিবে অথবা, প্রয়োজনে, কারণ উল্লেখপূর্বক, উহা পুনরায় মূল্যায়নের জন্য দরপত্র কমিটিতে পুনঃ প্রেরণ করিবে অথবা পুনরায় দরপত্র আহ্বানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) পরিষদ কর্তৃক অনুমোদনের পর কৃতকার্য দরপত্রদাতার সহিত চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৬। **চুক্তি সম্পাদন**।—(১) প্রতিটি চুক্তি পরিষদের পক্ষে চেয়ারম্যান অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সদস্য কর্তৃক সম্পাদিত হইবে।

(২) চুক্তিতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির সুনির্দিষ্ট উল্লেখ থাকিতে হইবে, যথাঃ—

(ক) যে কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে বা যে সমস্ত মালামাল, উপকরণ বা সেবা ক্রয় করা হইবে উহার বর্ণনা এবং প্রাক্কলিত মূল্য ; এবং

(খ) উক্ত কাজ, মালামাল, উপকরণ বা সেবা সম্পন্ন বা সরবরাহ করিবার নির্ধারিত সময়।

(৩) প্রতিটি চুক্তি পক্ষগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে এবং উহাতে পরিষদের সাধারণ সীলমোহর থাকিবে।

৭। **চুক্তি বিবেচনা ও অনুমোদন**।—(১) দরপত্র কমিটির অনুমোদন ব্যতীত দশ হাজার টাকার অধিক মূল্যমানের কোন চুক্তি সম্পাদন করা যাইবে না।

(২) পরিষদের অনুমোদনক্রমে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের চুক্তি সম্পাদন করা যাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, জরুরী প্রয়োজনে, পরিষদের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন গ্রহণের শর্তে, এইরূপ চুক্তি করা যাইবে।

৮। **জামানত**।—চুক্তি সম্পাদনের নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে পরিষদ জামানত গ্রহণ ও ফেরত প্রদান করিতে পারিবে।

৯। **ঠিকাদারের ব্যর্থতার কারণে চুক্তি বাতিল**।—(১) ঠিকাদারের ব্যর্থতার কারণে পনের দিনের লিখিত নোটিশ প্রদানপূর্বক বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের চুক্তি বাতিলের অধিকার চেয়ারম্যানের থাকিবে এবং বিশ হাজার টাকার অধিক মূল্যমানের চুক্তি বাতিলের অধিকার পরিষদের থাকিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ঠিকাদারের ব্যর্থতা হিসাবে নিম্নবর্ণিত কার্যসমূহ গণ্য হইবে, যখন ঠিকাদার—

(ক) বিধি-৮ অনুযায়ী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত জামানত প্রদানে ব্যর্থ হন; বা

(খ) দেউলিয়া হন; বা

(গ) চেয়ারম্যানের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে চুক্তির কাজ অন্যের নিকট হস্তান্তর করেন; বা

(ঘ) চুক্তির কোন গুরুত্বপূর্ণ শর্ত বা শর্তসমূহ ভংগ করেন; বা

(ঙ) পরিষদের পক্ষে তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্য বা কোন কর্মকর্তা বা পরিষদ কর্তৃক নিয়োগকৃত কোন প্রকৌশলী বা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক বাতিলকৃত মালামাল অপসারণের লিখিত আদেশের বিশ দিনের মধ্যে অপসারণে ব্যর্থ হন।

(৩) এই বিধির অধীন চুক্তি বাতিল হইলে উক্তরূপ বাতিলকৃত চুক্তির অধীন কাজ, মালামাল, উপকরণ বা সেবা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে।

১০। **অর্থ প্রদান পদ্ধতি**।—কোন ঠিকাদারকে কোন প্রকার অগ্রিম প্রদান করা যাইবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পরিমাপ বহিতে প্রকৃত কাজের পরিমাপ লিপিবদ্ধ করা হইলে এবং ইহা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত সদস্য বা কর্মকর্তা কর্তৃক পরীক্ষিত ও প্রত্যায়িত হইলে ইহার ভিত্তিতে প্রকৃতপক্ষে সম্পন্নকৃত কাজের জন্য ঠিকাদারকে চলতি বিল প্রদান করা যাইবে।

১১। **অংশীদারিত্বমূলক কাজের চুক্তি**।—(১) পরিষদ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়ন, সেবা, জনকল্যাণ ও জনসচেতনতামূলক কাজ সম্পাদন, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন সরকারী সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও), কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন, আইনের অধীন নিবন্ধিত কোন সংস্থা, সংঘ, সমিতি, সংগঠন এবং অন্য কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এর সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত চুক্তিসমূহের শর্তাবলী এবং পারস্পরিক দায়-দায়িত্ব নিরূপণ সংক্রান্ত বিষয়াদি পরিষদ কর্তৃক গঠিত একটি কারিগরি কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ও পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে এবং চুক্তির আইনগত দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পরিষদ প্রয়োজনে আইনজীবীর পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবে।

১২। **কতিপয় ব্যক্তির সহিত চুক্তি নিষিদ্ধ**।—পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা তাহার কোন আত্মীয়ের সহিত বা তাহাদের মালিকানাধীন, বা তাহার দ্বারা পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত বা উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত আর্থিক স্বার্থ বা ব্যবসায়ে জড়িত রহিয়াছে এমন কোন ব্যক্তির সহিত পরিষদ কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারিবে না বা পরিষদের পক্ষে কোন চুক্তি করিতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "আত্মীয়" অর্থে স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, সৎ সন্তান, পিতা ও মাতা, দাদা ও দাদী, নানা ও নানী, ভাই ও বোন, চাচা ও চাচী, মামা ও মামী, শ্বশুর ও শাশুড়ী, জামাতা, পুত্রবধু, পালক পুত্র ও কন্যা এবং স্বামী বা স্ত্রীর উক্তরূপ আত্মীয়গণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১৩। **আইন, ইত্যাদির বিধানের অনুসরণ ব্যতীত চুক্তির ফলাফল**।—আইন এবং বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন চুক্তি সম্পাদন করা হইলে, উহার দায়-দায়িত্ব চুক্তি সম্পাদন ও স্বাক্ষরকারী এবং পরিষদের উপর বর্তাইবে।

১৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) ইউনিয়ন পরিষদের বিদ্যমান চুক্তি (Contract) সংক্রান্ত বিধিমালা এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিতকৃত বিধিমালার অধীনকৃত বা চলমান কার্য অথবা গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীনকৃত বা চলমান অথবা গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু আলম মোঃ শহিদ খান
সচিব।

আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd